أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/P) www.motaher21.net

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ

বলুন নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত।

Verily the Guidence of Allah that is the Guidance.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১২০

وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا
لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ

ইহুদি ও খৃস্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পথে চলতে থাকো। পরিষ্কার বলে দাও, পথ মাত্র একটিই, যা আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। অন্যথায় তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী তোমর কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১২১

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে যথাযথভাবে পাঠ করে। তারা তার ওপর সাচ্চা দিলে ঈমান আনে। আর যারা তার সাথে কুফরীর নীতি অবলম্বন করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

১২০-১২১ নং আয়াতের তাফসীর:

অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ তা ‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা যত ছলনা, প্রশ্ন ইত্যাদি করছে সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হল- তারা তো তোমার ধর্মের অনুসারী হবেই না বরং তুমি যাতে তাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে যাও এটাই তারা চায়। যদি তাদের ধর্মাবলম্বী হয়ে যাও তাহলে তোমার প্রতি তাদের কোন অভিযোগ থাকবে না এবং তারা তোমার প্রতি খুব খুশি হবে।

আল্লাহ তা ‘আলা তাদের জবাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শিখিয়ে দিচ্ছেন- বল, আমি যে দীন ইসলামের ওপর আছি তা-ই সঠিক।

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ধমক দিয়ে বলছেন, যদি তোমার কাছে ওয়াহী আসার পরও তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হও তাহলে তোমার প্রতি আল্লাহ তা ‘আলার কোন অভিভাবকত্ব থাকবে না।

আজও ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা মুসলিমদেরকে সঠিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার জন্য নানা পাঁয়তারা ও কৌশল অবলম্বন করছে। মনে রাখতে হবে মুসলিমদের প্রধান শত্রু “ ইয়াহূদীরা ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য পেছনে লেগে আছে, কয়েকবার নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হত্যা করার অপচেষ্টাও চালিয়েছিল, তাদের কোন থাকার জায়গা ছিলনা, মুসলিমরাই তাদেরকে থাকার একটু জায়গা দিয়েছে, এখন তারা মুসলিমদেরকে চ্যালেঞ্জ করছে। সুতরাং সাবধান! তারা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ থেকে দূরে সরানোর জন্য সংস্কৃতির নামে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, লেবাস-পোষাক ও উৎসব নিয়ে আসবে, আমরা যেন কোনক্রমেই তাদের ধোঁকায় না পড়ি।

(اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ)

‘আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি’ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যেমন খারাপ চরিত্রের লোক ছিল তেমনি ভাল লোকও ছিল, যারা ধর্মগ্রন্থ তেলাওয়াত করত। যেমন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, ওহাব বিন মুনাব্বাহসহ আরো অনেক ইয়াহূদী যারা ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক পেয়েছিলেন।

(حَقَّ تِلَاوَتِهٖ) –

‘সত্যভাবে বুঝার মত পাঠ করে’ অর্থাৎ আল্লাহ তা ‘আলা যেভাবে নাযিল করেছেন সেভাবে তেলাওয়াত করে। যখন জান্নাতের সুখ-শান্তি সম্বলিত আয়াত তেলাওয়াত করে তখন জান্নাত চায়। আর যখন জাহান্নামের শাস্তি সম্বলিত আয়াত তেলাওয়াত করে তখন তা থেকে মুক্তি চায়। যথাযথ জানা ও মানার চেষ্টা করে। যথা-

মুহকাম আয়াতের ওপর আমল করে এবং মুতাশাবাহ আয়াতের ওপর বিশ্বাস রাখে। যা সমস্যা মনে হয় তা আলেমদের কাছে সোপর্দ করে। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ৩৫৫)

এরাই হল সৌভাগ্যবান যারা আল্লাহ তা ‘আলার নেয়ামতকে চিনতে পেরেছে এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করেছে, সকল নাবীর প্রতি ঈমান এনেছে, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করেনি; এরাই প্রকৃত মু ’মিন। এদেরই উল্লেখ করে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ‌وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ‌اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ)

“তার পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা তাতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট তা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম; তাদেরকে দু ‘বার প্রতিদান প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করে ও আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। ” (সূরা কাসাস ২৮:৫২-৫৪)

পক্ষান্তরে আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনবে না তারা কাফির, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَمَن يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ)

"যারা একে অস্বীকার করে, জাহান্নামই তাদের প্রতিশ্র "ত স্থান।" (সূরা হুদ ১১:১৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ولايَهُودِي وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُم لَا يُؤْمِنُ بِي إِلاَّ دَخَلَ النَّارِ

(রাঃ) সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এ উম্মাতের মধ্যে যে কেউ ইয়াহূদী হোক বা খ্রিস্টান হোক আমার নির্দেশ শোনার পর আমার প্রতি ঈমান আনল না সে জাহান্নামে যাবে। (সহীহ মুসলিম হা: ২৪০)

এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অসন্তুষ্টির কারণ এ নয় যে, তারা যথার্থই সত্যসন্ধানী এবং তুমি সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরোনি। বরং তোমার প্রতি তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর দ্বীনের সাথে তাদের মতো মুনাফিকসূলভ ও প্রতারণামূলক আচরণ করছো না কেন? আল্লাহ-পূজার ছদ্মবেশে তারা যেমন আত্মপূজা করে যাচ্ছে তুমি তেমন করছো না কেন? দ্বীনের মূলনীতি ও বিধানসমূহের নিজের চিন্তা-ধারণা-কল্পনা এবং নিজের ইচ্ছা–কামনা–বাসনা অনুযায়ী পরিবর্তিত করার ব্যাপারে তাদের মতো দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছো না কেন? তাদের মতো প্রদর্শনীমূলক আচরণ, ছল-চাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছো না কেন? কাজেই তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা ছেড়ে দাও। কারণ যতদিন তুমি নিজে তাদের রঙে রঞ্জিত হয়ে তাদের স্বভাব আচরণ গ্রহণ করবে না, নিজেদের ধর্মের সাথে তারা যে আচরণ করে যতদিন তুমি তোমার দ্বীনের সাথে অনুরূপ আচরণ করবে না এবং যতদিন তুমি ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপারে তাদের মতো ভ্রষ্টনীতি অবলম্বন করবে না, ততদিন পর্যন্ত তারা কোনক্রমেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা প্রদান

﴿وَلَنْتَرْضٰىعَنْكَالْيَهُوْدُوَلَاالنَّصٰرٰىحَتّٰىتَتَّبِعَمِلَّتَهُمْ﴾ 'ইয়াহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি রাযী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করো।' আয়াতের তাফসীরে ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেনঃ 'হে নবী! এ সব ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সুতরাং তুমিও তাদের পরিত্যাগ করো এবং তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির অন্বেষণে লেগে থাকো। তাদের প্রতি রিসালাতের দা 'ওয়াত পৌঁছে দাও। সত্য ধর্ম এটাই যা মহান আল্লাহ তোমাকে প্রদান করেছেন। অতএব এটাকে আঁকড়ে ধরো।'

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেনঃ

"لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله".

‘আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অন্যদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকবে এবং বিজয় লাভ করবে। অবশেষে কিয়ামত সংঘটিত হবে।’ (সহীহ মুসলিম ১৯২৪, তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৫৫) হাদীসটি মুরসাল। তবে হাদীসটি সহীহুল বুখারীতেও ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন, ‘হে নবী! কখনো তুমি তাদের সন্তুষ্টির জন্য ও তাদের সাথে সন্ধির উদ্দেশ্যে স্বীয় ধর্মকে দুর্বল করে দিয়ো না, তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাদেরকে মেনে নিয়ো না।’

এ আয়াতে ঐ সমস্ত মুসলিমদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে, কুর’আন ও হাদীস থেকে শিক্ষা লাভ করার পরও তারা যেন ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের কোন মতাদর্শ কিংবা পথ অনুসরণ না করে। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি সামর্থ্য দান করেন। যদিও আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে তথাপিও এ আদেশ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য। এ আয়াত থেকে ধর্মশাস্ত্রবিদগণ এই দালীল গ্রহণ করেছেন যে, কুফরী একটিই ধর্ম। সেটা ইয়াহূদী ধর্মই হোক বা খ্রিষ্টান ধর্মই হোক অথবা অন্য কোন ধর্ম হোক না কেন। কেননা ملت শব্দটিকে এখানে এক বচনেই এনেছেন। যেমন এক জায়গায় আছেঃ لكمدينكموليدين ‘তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।’ এই দালীলের ওপর এই ধর্মীয় নীতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে যে, মুসলমান ও কাফির পরস্পর উত্তরাধিকারী হতে পারে না এবং কাফেরেরা পরস্পর একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারে। তারা দু’জন এক শ্রেণীর কাফেরাই হোক বা বিভিন্ন শ্রেণীর কাফিরই হোক না কেন। ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর এটাই মাযহাব। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ) এর একটি বর্ণনায়ও এই উক্তি রয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ) এবং ইমাম মালিক (রহঃ) এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, দু’টি ভিন্ন মাযহাবের কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। একটি বিশুদ্ধ হাদীসেও এটাই রয়েছে।

‘সঠিক তিলাওয়াত’-এর অর্থ

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ﴾

‘আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা সঠিকভাবে বুঝার মতো করে পাঠ করে।’ কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহচরবৃন্দ (রাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। ‘উমার (রাঃ) বলেন যে, সঠিকভাবে পাঠ করার অর্থ হচ্ছে জান্নাতের বর্ণনার সময় জান্নাতের প্রার্থনা এবং জাহান্নামের বর্ণনার সময় জাহান্নাম হতে

আশ্রয় প্রার্থনা করা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, স্পষ্ট আয়াতগুলোর ওপর ‘আমল করা ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনা এবং কঠিন বিষয়গুলো ‘আলিমদের কাছে পেশ করাই হচ্ছে তিলাওয়াতের হক আদায় করা। (তাফসীর তাবারী ২/৫৬৭) আবূ মালিক (রহঃ) থেকে সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ১২১ নং আয়াতটিতে ঐ লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে মানে এবং তারা কিতাবের কোন অংশ পরিবর্তন করে না। (তাফসীর তাবারী ২/৫৬৭) ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, তারা হলো ঐ লোক যাদের সামনে যখন মহান আল্লাহ্র দয়া ও করুণার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা মহান আল্লাহ্র কাছে এটা কামনা করে এবং যখন কোন শাস্তির আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। (তাফসীর কুরতুবী ২/৯৫) আবূ মূসা আল আশ ‘আরী (রাঃ) বলেন যে, কুর ‘আন মাজীদের অনুস্মরণকারী জান্নাতের উদ্যানে অবতরণকারী।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে তিলাওয়াত করতেন

‘উমার (রাঃ) তাফসীর অনুসারে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রহমতের বর্ণনাযুক্ত কোন আয়াত পাঠ করতেন তখন থেমে গিয়ে মহান আল্লাহ্র নিকট রহমত চাইতেন, আর যখন কোন শাস্তির আয়াত পাঠ করতেন তখন থেমে গিয়ে তাঁর নিকট তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ১/২০৩/৫৩৬, সুনান আবূ দাউদ ১/৮৭১/২৩০, জামি ‘ তিরমিযী ২/৪৮/হা-২৬২, সুনান নাসাঈ ২/৫১৮/হা ১০০৭, ইবনে মাজাহ ১/৪২৯/হা ১৩৫১, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৮৪, ৩৮৯)

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴾أُولَٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ﴿ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছেঃ হে মুহাম্মাদ! আহলে কিতাবের যারা তাদের প্রতি নাযিল করা কিতাবে বিশ্বাস করে তারা তোমার প্রতি আমি যে কুর’ আন নাযিল করেছি তাও বিশ্বাস করবে। অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴾وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ﴿

আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের এবং যে কিতাব অর্থাৎ কুর’ আন তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এর থেকে যথারীতি ‘আমলকারী হতো তাহলে তারা উপর অর্থাৎ আকাশ হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেতো। (৫নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ৬৬)

মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন অন্যত্র বলেনঃ

﴾قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴿

তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যে কিতাব অর্থাৎ আল কুর' আন তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার ওপর 'আমল করো। (৫নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ৬৮) অর্থাৎ তোমাদের অবশ্য কর্তব্য এই যে, তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুর' আনুল হাকীমের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ওগুলোর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবগুলোকেই সত্য বলে বিশ্বাস করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গুণাবলীর বর্ণনা, তাঁর অনুসরণের নির্দেশ এবং তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার বর্ণনা ইত্যাদি সব কিছুই ঐ সব কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

﴿اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ﴾

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে, যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত পায়। (৭ নং সূরা আ 'রাফ, আয়াত নং ১৫৭) আর এক স্থানে তিনি বলেনঃ

﴿قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا١ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًاۙ۝۱۰۷ وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا﴾

তোমরা বিশ্বাস করো অথবা না করো, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয়, তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। আর বলে, আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (১৭ নং সূরা ইসরাহ, আয়াত নং ১০৭-১০৮) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ۝۵۲ وَ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖۤ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ۝۵۳ اُولٰٓىِٕكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু' বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালো দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (২৮ নং সূরা কাসাস, আয়াত নং ৫২-৫৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ١ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا١ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ١ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ﴾

আর যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বলো, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছো? অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার ওপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং মহান আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (৩ নং সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং ২০)

এ জন্যই মহান আল্লাহ এখানে বলেন যে, একে অমান্যকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন তিনি অন্যত্র বলেনঃ

﴿وَمَنْيَّكْفُرْبِهٖمِنَالْاَحْزَابِفَالنَّارُمَوْعِدُهٗ﴾

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এ কুর’ আন অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুতি স্থান। (১১ নং সূরা হুদ, আয়াত নং ১৭)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة :يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي، إلا دخل النار"

‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্যে যে কেউ ইয়াহুদীই হোক অথবা খ্রিষ্টানই হোক, আমার কথা শোনার পরেও যদি আমার ওপর ঈমান না আনে তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ (সহীহ মুসলিম ১/১৩৪/ হা ২৪০)

আহলে-কিতাবের অযোগ্য উত্তরসুরিদের নিকৃষ্ট চরিত্র ও কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয় আলোচনার পর তাদের মধ্যে যে কিছু সৎ ও উন্নত চরিত্রের লোক ছিল, এই আয়াতে তাদের গুণাবলী এবং তারা যে মু'মিন ছিল সেই সংবাদ দেওয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন সালাম এবং আরো কিছু অন্য লোক ছিলেন। ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে এদেরকেই ইসলাম কবুল করার তাওফীক হয়েছিল।

'তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করে' (তারা তার হক আদায় করে তেলাঅত করে) এর কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে। যেমনঃ (ক) অত্যধিক একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে পড়ে। জান্নাতের কথা এলে জান্নাত কামনা করে এবং জাহান্নামের কথা এলে তা থেকে পানাহ চেয়ে নেয়। (খ) তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করে এবং আল্লাহর কালামের কোন বিকৃতি ঘটায় না। (যেমন, ইয়াহুদীরা করত।) (গ) এতে যা কিছু লেখা আছে, তা সবই লোকমাঝে প্রচার করে, এর কোন কিছুই গোপন করে না। (৪) এর সুস্পষ্ট

আয়াতগুলোর উপর আমল করে, অস্পষ্ট আয়াতগুলোর উপর ঈমান রাখে এবং যে কথাগুলো বুঝে আসে না, তা আলেমদের মাধ্যমে বুঝে নেয়। (ঘ) এর প্রত্যেকটি কথার অনুসরণ করে। (ফাতহুল ক্বাদীর) বস্তুতঃ (উল্লিখিত) সব অর্থই যথাযথভাবে তেলাঅতের আওতায় পড়ে। আর হিদায়াত এমন লোকদের ভাগ্যেই জুটে, যারা উল্লিখিত কথাগুলির প্রতি যত্ন নেয়।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মুসলিমদের প্রধান শত্র “ ইয়াহূদী, তারা চায় মুসলিমরা সঠিক ধর্ম থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাক।

২. যারা ইসলাম ধর্মের অনুশাসন যথাযথ মেনে চলে তাদের জন্য সুসংবাদ।

৩. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পর যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না তারা কাফির ও জাহান্নামের অধিবাসী।